প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

[উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ফিরে আসায়, বিশ্ব অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হওয়ায় এবং দেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিকূল পরিস্থিতি স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসায় বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরায় সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬.১২ শতাংশ যা গত অর্থবছরে চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ছিল ৬.০১ শতাংশ। সুষ্ঠু বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং সংযত মুদ্রানীতি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও রাজস্ব খাতে শৃংখলা বজায় রাখতে ভূমিকা রেখেছে। একইসাথে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানিসহ পণ্যমূল্যের স্থিতিশীল অবস্থা এবং অনুকূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনে সহায়তা করেছে। ফলে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তিতে গত অর্থবছরের এপ্রিল মাসের মূল্যস্ফীতির হার ৮.৩৭ শতাংশ থেকে এপ্রিল ২০১৪ এ ৭.৪৬ শতাংশে নেমে এসেছে। এসময় শিল্প খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা দৃঢ় অবস্থায় রয়েছে। চলতি অর্থবছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩.১৮ শতাংশ। রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধির নেতিবাচক ধারা ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ২০ মে ২০১৪ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২০.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসময়ে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রেখেছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে বিনিময় হারের কিছুটা উপচিতি ঘটেছে। বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বাস্তবানুগ সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরির যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে তা দেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা করা যায়]

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

২০১৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সুদৃঢ় হওয়ার প্রেক্ষাপটে আগামি ২০১৪-১৫ অর্থবছরেও বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি আরো বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। মূলত উন্নত অর্থনীতির পুনরুদ্ধার, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের গতিধারা শক্তিশালী হওয়া এবং ইউরো অঞ্চলের প্রধান প্রধান অর্থনীতিসমূহের মন্দাভাব কাটিয়ে প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসার প্রেক্ষাপটে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এ প্রত্যাশা করা হয়েছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে যে, অধিক ঋণ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার কারণে ইউরো অঞ্চলের ঝুঁকি কবলিত কোন কোন অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকবে। এসব দেশের প্রবৃদ্ধিও দুর্বল ও অস্থিতিশীল থাকতে পারে। অপরদিকে, বহির্বিশ্বের অর্থনীতির এ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ। যার প্রেক্ষিতে এসব দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি মোটামুটিভাবে বৃদ্ধি পাবে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outlook (WEO), April 2014 অনুযায়ী ২০১৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বের গড় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.৭ শতাংশ যা বছরের প্রথমার্ধে ২.৭ শতাংশ ছিল। যেখানে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের অবদান বেশি। এসময় বিশ্ব বাণিজ্য ও শিল্প খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১৪ সালে বিশ্বের সার্বিক অর্থনীতি ৩.৬ শতাংশ হবে ও ২০১৫ সালে ৩.৯ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে আইএমএফ-এর পূর্বাভাস রয়েছে। বিশ্বের এ প্রবৃদ্ধির ধারায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশার চেয়ে দৃঢ় প্রবৃদ্ধি অর্জন যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি ইউরো অঞ্চলের মূখ্য অর্থনীতিসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কঠোর অবস্থান এবং ইউরো অঞ্চলের অন্যান্য দেশসমূহের নীট রপ্তানি অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি ও মুদ্রার অবচিতির কারণে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাড়ায় বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালের প্রথমার্ধে কিছুটা ভাল অবস্থানে আসে। এসকল দেশের বাণিজ্য চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব দেশের প্রবৃদ্ধি বিশ্ব প্রবৃদ্ধির দুই-তৃতীয়াংশ এর বেশী অবদান রাখবে। আইএমএফ এর পূর্বাভাস অনুযায়ী বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালে ৪.৭ শতাংশ হতে ২০১৪ সালে ৪.৯ এবং ২০১৫ সালে তা ৫.৩ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর Asian Development Outlook, 2014 অনুযায়ী ২০১২ সাল হতে ২০১৩ পর্যন্ত এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে ৬.১ শতাংশ রয়েছে। চীনের প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখী হলেও উন্নত বিশ্বের যেসব অর্থনীতিতে পুনরুদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে তাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে চীনের প্রবৃদ্ধি ভারসাম্যমূলক অবস্থানে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ বিবেচনায় ২০১৪ ও ২০১৫ সালে এশীয় অঞ্চলের জিডিপি প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৬.২ শতাংশ ও ৬.৪ শতাংশ হবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে। এ অঞ্চলের মধ্যে বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি (২০১৩ সালে ৪.৮ শতাংশ) তুলনামূলকভাবে ধীর গতিসম্পন্ন। এ অঞ্চলের টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজস্ব নীতি গ্রহণ গুরুত্বসহকারে বিবেচনার প্রত্যাশা করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজস্ব নীতিতে অবকাঠামো খাতে ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যয় বৃদ্ধি ও অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথমার্ধে বিশ্বব্যাপী পুনরায় আবির্ভূত মন্দাজনিত চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে বাংলাদেশ গত পাঁচ বছরে গড়ে ৬ শতাংশের বেশি জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে বিগত দু'বছরে উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব দেশের আমদানি ও রপ্তানি খাতের উপর কিছুটা পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার ৪১.৪৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ৫.৯৯ ও ১১.২২ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে দেশের অভ্যন্তরে অর্থনীতির প্রতিকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল'২০১৪) মোট রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমদানি প্রবৃদ্ধির হারও ২০১০-১১ অর্থবছরের ৪১.৭৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে ৫.৫২ শতাংশে এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪.০৩ শতাংশে সংকুচিত হয়। তবে খাদ্যশস্য আমদানি, ঔষধ ও তৈরি পোষাক শিল্পের কাঁচামাল আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.৪৮ শতাংশ বেশি হয়েছে। এসময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি বজায় থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি সম্পর্কিত নীতিমালা পরিবর্তন এবং সৌদি আরবে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের ভিসা নিয়ন্ত্রণজনিত ব্যয় বহন ইত্যাদি কারণে চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ধারায় ফিরে এসেছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতা রক্ষার লক্ষ্যে রাজস্ব খাত, আর্থিক ও মুদ্রা খাতের নানামুখী সংস্কার কার্যক্রমের ফলে জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

গত ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.৫২ ও ৬.০১ শতাংশ (২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে)। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জন্য সাময়িক হিসাব অনুযায়ী জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.১২ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সার্বিক কৃষিখাতের প্রতিটি উপখাতেই বিশেষ করে শস্য ও শাকসব্জি উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার গত অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে পাশাপাশি, সার্বিক সেবা খাতের প্রায় প্রতিটি উপখাতেই প্রবৃদ্ধির হার গত অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৬ এর ওপরে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে দেশের অভ্যন্তরে অর্থনীতির প্রতিকূল পরিবেশের কারণে শিল্প (ম্যানুঃ) খাতে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস না পেলে চলতি অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার আরো বৃদ্ধি পেত বলে প্রতীয়মান হয়। কৃষিখাতে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে প্রধানত উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হাইব্রীড ধানের সম্প্রসারণ, প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ধান ও গম উৎপাদনের জন্য প্রণোদনার মাধ্যমে উপকরণ সহায়তা প্রদান, উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, শস্য বহুমুখীকরণ, রবি মৌসুমের প্রধান প্রধান ফসলের সাথে অন্যান্য ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, অধিক জমি সেচের আওতায় আনা, কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ, উচ্চ ফলনশীল ধান ও পাটের জাত উদ্ভাবন ও কৃষকদের মাঝে বিতরণ, বন্যা, খরা ও লবনাক্ততা সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন কার্যক্রম। তাছাড়া কৃষিখাতে ঋণপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে ও সহজপ্রাপ্য করা হয়েছে এবং পাশাপাশি রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ। অধিকন্তু, অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে প্রত্যাশিত ফলন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে

২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাছাড়া, ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচকের ইতিবাচক অবস্থান এবং রপ্তানি ও আমদানি প্রবৃদ্ধি শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করবে। অভ্যন্তরীণ চাহিদার গতিশীলতা, সচল গ্রামীণ অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির আশাব্যঞ্জক অবস্থান সেবাখাতের প্রবৃদ্ধিকে ধরে রাখবে। ফলে সার্বিকভাবে কাংখিত প্রবৃদ্ধি ৬.১২ শতাংশ অর্জন সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সার্বিকভাবে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৩.৩৫ শতাংশ, ৮.৩৯ শতাংশ ও ৫.৮৩ শতাংশ যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ২.৪৬, ৯.৬৪ ও ৫.৫১ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি ছিল যথাক্রমে ১,০৫৪ ও ৯৭৬ মার্কিন ডলার যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যথাক্রমে ১,১৯০ ও ১,১১৫ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ২৩.৪৩ শতাংশ ও ৩০.৫৪ শতাংশ, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ২২.০৪ শতাংশ ও ৩০.৫৩ শতাংশ। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা হারে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় উভয়ই গত অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে অর্থনীতির প্রতিকূল পরিবেশের কারণে বেসরকারি বিনিয়োগ কিছুটা হ্রাস পেলেও সরকারি বিনিয়োগের বৃদ্ধির ফলে মোট বিনিয়োগের পরিমান জিডিপি'র শতকরা হারে গত অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৮.৬৯ শতাংশে, গত অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ২৮.৩৯ শতাংশ। এর মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ২১.৭৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২১.৩৯ শতাংশে এবং সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ৬.৬৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মূল্যস্ফীতি

২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের (৮.৬৯ শতাংশ) তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬.৭৮ শতাংশ। আলোচ্য ভিত্তি মূল্যে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে গত অর্থবছরের এপ্রিল মাসের মূল্যস্ফীতির হার ৮.৩৭ শতাংশ থেকে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এপ্রিল ২০১৪ এ ৭.৪৬ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে বার্ষিক গড় ভিত্তিতে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৭.৩৮ শতাংশ যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৬.৪১ শতাংশ। এপ্রিল ২০১৩ হতেই খাদ্য মূল্যস্ফীতির গতি কিছুটা উর্ধ্বমুখী হলেও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির প্রবণতা নিম্নমুখী রয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে এপ্রিল ২০১৪-এ খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮.৯৫ ও ৫.২৩ শতাংশ। বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেল ও খাদ্যপণ্যের মূল্য বিশেষ করে চালের মূল্যের নিম্নমুখী গতিধারা, অনুৎপাদনশীল খাতে অতিরিক্ত ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাসে অবদান রেখেছে।

কৃষকদের মাঝে যথাসময়ে ঋণ বিতরণ, রেয়াতি হার সুদে ঋণ বিতরণ, ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ, বীজ উন্নয়ন ও শস্য বহুমুখীকরণ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়ন ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সার্বিকভাবে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য অর্থবছরের ন্যায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং, খোলা বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিক্রি (ওএমএস) এবং পর্যাপ্ত খাদ্য মওজুত বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ফলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে আশা করা যায়। পাশপাশি রাজস্ব ও মুদ্রা খাতের সমন্বিত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন ও অগ্রাধিকারভিত্তিতে কৃষিখাতে ঋণের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সংযত মুদ্রানীতি গ্রহণও খাদ্য-বহির্ভূত মুল্যস্ফীতির হ্রাসে অবদান রেখেছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে নিম্নমুখী মূল্যস্ফীতি, বিশ্ব বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস ও কৃষিখাতে সন্তোষজনক উৎপাদন সর্বোপরি সহায়ক মুদ্রানীতির মাধ্যমে সার্বিকভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

রাজস্ব খাত

রাজস্ব আহরণ

চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য রাজস্ব আহরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত) ১,৫৬,৬৭১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৬ শতাংশ) এর মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব ১,২৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৩ শতাংশ), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৫,১৭৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪ শতাংশ) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ২৬,৪৯৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০ শতাংশ)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত আহরিত মোট এনবিআর কর রাজস্ব এর পরিমাণ ৭৯,২৫১.২৫ কোটি টাকা। মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩,১৩২ কোটি টাকা এবং ১৮,১৪৫ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ ২০১৪) সার্বিকভাবে মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৯৮৫৩২ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রার ৬৩ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত এনবিআর কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.৩৪ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১৬.৪৮ শতাংশ। মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে- আমদানি পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর: ২.৯৩ শতাংশ, আবগারী শুল্ক: ১২.১৯ শতাংশ, স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর: ১১.৯৪ শতাংশ, স্থানীয় পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক: ১৪.৬১ শতাংশ এবং আয়কর: ১১.৫৫ শতাংশ। পক্ষান্তরে, আমদানি শুল্ক: ০.৫০ শতাংশ, আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক ৫.১৮ শতাংশ এবং রপ্তানি শুল্ক: ১৮.৭৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। জুলাই-মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি ৮.০ শতাংশ এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.৬৫ শতাংশ।

সরকারি ব্যয়

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২,১৬,১১৫ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৬.০ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় যথাক্রমে ১,৩৪,৭৮৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.০ শতাংশ) এবং ৬০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ)। গত অর্থবছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরেও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত বৈদেশিক সহায়তার ব্যয় সন্তোষজনক না হওয়ায় মূল এডিপি ব্যয় ৬৫,৮৭০ কোটি টাকা হতে হ্রাস করে সংশোধিত এডিপিতে ৬০,০০০ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে অনুন্নয়ন বাজেটের সংশোধিত বরাদ্দ মূল বাজেটের (১,৩৪,৪৪৯ কোটি টাকা) কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন মূল বাজেট হতে ৩.০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুয়ায়ী মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত সরকারের মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রার ৫৩.৩ শতাংশ (১,১৫,১৮০ কোটি টাকা) অর্জিত হয়েছে যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ৮৫,৪৭৮ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ২৪,৭৩৫ কোটি টাকা।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে প্রাক্কলিত বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ৫৫,০৩২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.১ শতাংশ)। অপরপক্ষে, সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯,৪৪৪ কোটি টাকায় (জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ) দাঁড়িয়েছে। এ ঘাটতি অর্থায়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৮,৫৬৯ কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস (বৈদেশিক অনুদান ধরে) হতে (জিডিপি'র ১.৪ শতাংশ) এবং ৪১,০৩২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.০ শতাংশ) অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংস্থান করা হবে।

আর্থিক খাত

মূল্যস্ফীতি এবং লেনদেন ভারসাম্যে চাপ মোকাবেলার লক্ষ্যে ২০১৩ অর্থবছরের মুদ্রা নীতিতে সংযত ও সর্তকতামূলক নজরদারি অব্যাহত রাখার ফলে নীট বৈদেশিক সম্পদের উচ্চ প্রবৃদ্ধি হয় ও মূল্যস্ফীতি চাপ হ্রাস পেতে থাকে। এ সন্তোষজনক অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে ২০১৪ অর্থবছরের জন্য সর্তক, বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধিবান্ধব মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ মুদ্রানীতির অন্যতম লক্ষ্য গড়

বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশ (১৯৯৫-৯৬=১০০) এবং ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০ ধরে তা ৬.০-৬.৫ শতাংশের মধ্যে নামিয়ে আনা। পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্যে উৎপাদনশীল খাতগুলোয় প্রয়োজনীয় ঋণ যোগান পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা হয়। পর্যাপ্ত তারল্য এবং সুদ হার ও বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা রক্ষায় আন্তঃব্যাংক টাকা ও বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে বাংলাদেশ ব্যাংক সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট। ফলে নীতিহার বা বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি অনুপাত (সিআরআর/এসএলআর) অপরিবর্তিত রয়েছে। মুদ্রানীতির কার্যকর প্রয়োগ আরো সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে মুদ্রানীতির ট্রান্সমিশন চ্যানেলগুলো সুগম করা, বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি ঋণের সেকেন্ডারি মার্কেট কার্যক্রম জোরদার করা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মুদ্রানীতির অন্যতম লক্ষ্য।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money-M1) এর প্রবৃদ্ধি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে কিছুটা বৃদ্ধি (১৫.১৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১০.৩৪ শতাংশ) পেলেও ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money-M2) এবং রিজার্ভ মুদ্রার (Reserve Money-RM) প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫.৮৫ শতাংশ ও ১৩.৩২ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ১৮.৯০ শতাংশ ও ১৮.০৪ শতাংশ। এসময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও তলবি আমানতের প্রবৃদ্ধির কারণে সার্বিকভাবে সংকীর্ণ মুদ্রার এ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যদিকে, মেয়াদি আমানতের প্রবৃদ্ধির হ্রাসের ফলে সার্বিকভাবে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কমেছে। এছাড়া, নীট বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যাপক হ্রাস পাওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৩.৩২ শতাংশে, যা পূর্ববর্তী বছরে একইসময়ে ছিল ১৮.০৪ শতাংশ।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে বছরভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১১.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যেখানে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১০.৭৩ শতাংশ। পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে অভ্যন্তরীণ ঋণ এর প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১১.৯০ শতাংশ ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৯৬ শতাংশ। অপরদিকে, বার্ষিক ভিত্তিতে ২০১২-১৩ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১০.৩৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে সরকারি খাতে নীট ঋণ বৃদ্ধি পায় ১৯.৫২ শতাংশ যা মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ১৯.০৫ শতাংশ।

সুদের হার

বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সুদ হার যৌক্তিকীকরণে ব্যাংকসমূহকে বিভিন্ন সময় নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ব্যাংকসমূহ আমানত ও ঋণের সুদ/মুনাফা হার প্রতি মাসে শুধুমাত্র একবার পরিবর্তন করা এবং পরিবর্তিত সুদ হার তাৎক্ষণিকভাবে তাদের স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার বিষয়ে ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করে। উচ্চতর ঝুঁকিবাহী ভোক্তা ঋণ (ক্রেডিট কার্ড ঋণসহ) ও এসএমই ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে ঋণ এবং আমানতের গড়ভারিত সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) পর্যায়ে সীমিত রাখার বিষয়ে ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হারের গতিধারায় মিশ্ররূপ পরিলক্ষিত হয়। ঋণের গড়ভারিত সুদের হার জুন ২০১৩ শেষের ১৩.৬৭ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৪ শেষে ১৩.৩৬ শতাংশে দাঁড়ায়। অপরদিকে, আমানতের গড়ভারিত সুদ হারও জুন ২০১৩ শেষে ৮.৫৪ শতাংশে ছিল যা মার্চ ২০১৪ শেষে হ্রাস পেয়ে ৮.২১ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের গড়ভারিত সুদ হার এবং ঋণের গড়ভারিত সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের গড়ভারিত সুদ হারের ব্যবধান (spread) জুন ২০১৩ শেষের ৫.১৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৪ শেষে ৫.১৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্টে দাঁড়ায়।

পুঁজি বাজার

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যায় পূর্বের বছরগুলো হতে ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ২০১৪ সালের মার্চ মাস শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩২ টি, যা ২০১৩ সালের জুন মাসে ৫২৫ টি ছিল। ২০১৪ সালের মার্চ মাস শেষে ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০,৫৮৩.৫০ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের জুন মাসের ৯৮,৩৫৯.৪০ কোটি টাকার তুলনায় ২.২৬ শতাংশ বেশি। ৩০ শে জুন ২০১৩ এর সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের ১২.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালের মার্চ মাসের ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ২৮৩,৫৩৭.০০ কোটি টাকা।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ন্যায় পূর্বের বছরগুলো হতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৩ সালের জুন মাসের ২৬৬ টি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালের মার্চ মাস শেষে দাঁড়ায় ২৭২ টি । ২০১৪ সালের মার্চ মাস শেষে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪,৮১৪.৬৭ কোটি টাকা, যা ২০১৩ এর জুন মাসে ৪২,৮৫৬.৪৩ কোটি টাকা হতে ৪.৫৭ শতাংশ বেশি। ৩০ শে জুন ২০১৩ এর সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ ১,৯১,৯৮৯.০৬ কোটি টাকা যা ১৪.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালের মার্চ মাসের ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ২১৯,০০১.৯০ কোটি টাকা।

বৈদেশিক খাত

রপ্তানি

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজার বিশেষ করে ইউরো অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ আর্থিক সংকটের কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি ২০১০-১১ অর্থবছরের সুদৃঢ় অবস্থান (৪১.৪৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি) হতে ২০১১-১২ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ৬.০ শতাংশে নেমে আসে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা ও ইউরো অঞ্চলের অর্থনীতিতে সংস্কারমূলক নানা পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিশ্ব বাজার পরিস্থিতির উন্নতি হতে থাকে। ফলে ২০১২-১৩ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি পূর্বের বছরের তুলনায় ১১.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের গতিধারা আরো দৃঢ় ও ইউরো অঞ্চলের মন্দাভাব প্রশমিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রপ্তানি খাতে ১৫.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে মোট রপ্তানি আয় ২০১২-১৩ অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় শতকরা ১৩.১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪,৬৫৪.৩৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। সার্বিকভাবে, ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত গড় প্রবৃদ্ধি ১০.১ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে প্রধান দু'টি পণ্য তৈরি পোশাক এবং নীটওয়্যার রপ্তানির প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১৩.৯১ শতাংশ ও ১৬.৯৬ শতাংশ। অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে চামড়া (৩৩.৯০ শতাংশ), পাদুকা (৩০.২৪ শতাংশ), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (২৪.২৯ শতাংশ), হিমায়িত খাদ্য (২৩.৩১ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রাথমিক পণ্য খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.৬৩ শতাংশ। অপরদিকে পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য (৪২.৩৭ শতাংশ) কাঁচা পাট (৫০.০০ শতাংশ) এবং পাটজাত পণ্য (২১.০৯ শতাংশ) খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে।

আমদানি

২০১৩-১৪ অর্থবছরের মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৯,৭৭৩.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.৪৮ শতাংশ বেশি। মূলত: খাদ্যশস্য আমদানি, ঔষধ ও তৈরি পোষাক শিল্পের কাঁচামাল আমদানি ব্যয় হতে এ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ (সিআইএফ) দাঁড়িয়েছিল ৩৪,০৮৩.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪.০ শতাংশ বেশি। দেশভিত্তিক আমদানি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে দেশের মোট আমদানি ব্যয়ের ১৯.০ শতাংশ চীন থেকে আমদানি করা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৩.৭ শতাংশ) ও সিংগাপুর (৬.০ শতাংশ)।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স

রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ অব্যাহত রাখার ফলে ২০০৯-২০১২ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে রেমিট্যান্স খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। তবে ২০১২ সালের শেষার্ধ হতে রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পেতে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও শ্রমিকের অভিগমন সংখ্যার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। এর প্রধান প্রধান কারণ হচ্ছে - মালয়েশিয়া ও সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবৈধভাবে অবস্থানরত শ্রমিকদের বৈধতার অনিশ্চয়তা, মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় দেশে তাদের জনশক্তি সম্পর্কিত নীতিমালা পরিবর্তন করা ও সৌদি আরবে অবস্থানরত বাংলাদেশীগণ কর্তৃক আয়ের একটি অংশ ভিসা নবায়নে ব্যয় করা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ পর্যন্ত সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে ৫.৬৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০,৪৯৪.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১৩ সালে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) প্রায় ৪.০৯ লাখ বাংলাদেশী নাগরিক কাজের সন্ধানে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে গমন করেছে যা ২০১২ সালে প্রায় ৬.০৮ লাখ ছিল। অর্থবছরের হিসাবে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে (জুলাই-মার্চ পর্যন্ত) প্রায় ২.৯৬ লাখ বাংলাদেশী বিভিন্ন দেশে গমন করেছে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে (জুলাই-জুন) এ ছিল প্রায় ৪.৪১ লাখ। সরকার কর্তৃক বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা শ্রমিক রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ যেমন: নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধানে কুটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' এর কার্যক্রম আরো জোরদার করা, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য National Skill Development Council কে আরও কার্যকর করা ইত্যাদি।

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। এ ক্ষেত্রে বরাবরের মত শীর্ষে অবস্থান করছে সৌদি আরব। এর পরেই রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে সৌদি আরব থেকে সর্বাধিক রেমিট্যান্স (২২.১ শতাংশ) এসেছে। এরপর রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৯.০ শতাংশ) ও যুক্তরাষ্ট্র (১৬.৩ শতাংশ)। সাম্প্রতিক সময়ে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ থেকে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার সম্প্রতি মালয়েশিয়া, হংকংসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাপকহারে শ্রমশক্তি রপ্তানির উদ্যোগ নিয়েছে।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

২০১৩-১৪ অর্থবছরে (জুলাই-মার্চ পর্যন্ত) দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৯৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ৪,৮৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১.৬৯ শতাংশ বেশি। আয় হিসাবে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ঘাটতি ১.০১ শতাংশ এবং সেবা খাতে ঘাটতি ২৪.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, মাধ্যমিক আয় প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩.৬৭ শতাংশ হ্রাস পায়। সর্বোপরি যার ফলে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৪১.৭৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১,৫১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে উদ্বৃত্তের অঙ্ক ছিল ২,৬০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ পর্যন্ত সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের অঙ্ক দাঁড়ায় ৩,৮৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ে এ খাতে উদ্বৃত্তের অঙ্ক ছিল ৩,৯৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

রপ্তানি আয়ের আশাব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয়ের পরিমিত প্রবৃদ্ধি এবং দেশে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ ও সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিকভাবে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির অঙ্ক ৩০ জুন ২০১২ তারিখের ১০,৩৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে ১৫,৩১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি প্রথমবারের মত ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। সর্বশেষ ২০ মে, ২০১৪ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ২০,০৩২.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

বিনিময় হার

রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি বজায় থাকায় রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস এবং একইসাথে আমদানি ব্যয় হ্রাসের ফলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। অধিকন্তু সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার কিছুটা উপচিতি ঘটেছে। বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরে, পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য ৫.০৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ৩০ শে জুন ২০১৩ শেষে টাকার গড়ভারিত মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৭.৭৫ টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে টাকার গড়ভারিত মূল্যমান প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৭.৭৪ টাকায় দাঁড়ায়। বাজারে তারল্য পরিস্থিতি ও টাকার বিনিময় মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকার পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় অব্যাহত রেখেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ১৫ এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজার থেকে ৪.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করেছে, যা ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করছে। উল্লেখ্য, ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে সর্বমোট ৪.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে ছিল। এছাড়া, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ আমদানি ঋণপত্র স্থাপনের পরিমাণ ২৭,৩৭৪.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২৩,৯৮৮.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সংস্কার কর্মসূচি

সামষ্টিক অর্থনেতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে যে সকল সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় পদক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল:

বাজেট ব্যবস্থাপনা

- মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো (Ministry Budget Framework) সংশোধন ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাজেট অনুবিভাগ/শাখা সৃজন করা হয়েছে। পাশাপাশি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাজেট বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে গাইড লাইন জারী করা হয় ও সে অনুযায়ী মন্ত্রণালয়সমূহ তাদের Budget Implementation Plan (BIP) দাখিল করেছে। পাইলট ভিত্তিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (Medium Term Strategy and Business Plan) প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে এবং পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগের কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজও হাতে নেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগে সার্বিক কর্মসম্পাদন বিষয়ে ত্রৈমাসিক বিশ্লেষণ প্রতিবেদন (Quarterly Analytical Report) প্রণয়ন করার পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন হচ্ছে। এ লক্ষ্যে আধুনিক সফট্ওয়্যার স্থাপন এবং সরকারের শেয়ার ও ইক্যুইটির হিসাব ব্যবস্থাপনায় ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি সরকারের সামষ্টিক অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল ও ডাটাবেজ তৈরির কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুততর ও সহজীকরণ এর লক্ষ্যে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের বিদ্যমান পদ্ধতি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সংশোধিত পরিপত্র চূড়ান্ত করার অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া, On line এ প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদনসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার লক্ষ্যে Digital ECNEC প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে বৃহৎ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন নজরদারি আরো জোরদার করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। আইএমইডির এডিপি অগ্রগতি সম্পর্কিত

তথ্যাদি জাতীয় সংসদসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরের ন্যায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও সর্বোচ্চ প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দপ্রাপ্ত ১২টি প্রকল্পকে চিহ্নিত করে তাদের অগ্রগতি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

- পাশাপাশি আইএমইডির অধীনে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট-২ (পিপিআরপি-২) এর আওতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর উপর ভিত্তি করে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অন-লাইনে সম্পাদন করাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

রাজস্ব আহরণ

- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ অনুমোদিত হয়েছে। এ আইন ১ জুলাই ২০১৫ থেকে পুরোপুরি কার্যকর হবে। বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থপনায় সংস্কারের ক্ষেত্রে এ আইন একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক;
- প্রত্যক্ষ কর আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। চলমান রাজস্ব সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রচলিত অঞ্চল-ভিত্তিক কর-প্রশাসন কাঠামো থেকে ক্রমান্বয়ে কর প্রশাসনে রূপান্তরের কাজ শুরু হয়েছে;
- রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর লক্ষ্যে কর-বহির্ভূত রাজস্বের হারসমূহের যৌক্তিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে এবং কর প্রদানকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে e-payment কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে চালু করা হয়েছে;
- Risk-based Revenue Audit Manual প্রণয়ানাধীন রয়েছে যা কর প্রশাসনের নিরীক্ষা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নে অবদান রাখবে;
- কর প্রশাসনকে উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করার কাজ এগিয়ে চলছে;
- ট্যাক্স কোডের আধুনিকায়ন ও প্রত্যক্ষ ট্যাক্স কোড প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে;
- সকল কাস্টমস হাউসকে অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে ASYCUDA ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা কাস্টম হাউসকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। ১ জুলাই, ২০১৩ হতে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে পাইলট কার্যক্রম হিসেবে ASYCUDA ওয়ার্ল্ড পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হবে;
- ASYCUDA ওয়ার্ল্ড এর মাধ্যমে বন্ড ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মুদ্রা, ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত

মুদ্রা ও আর্থিক খাত সংস্কার ও দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো (২০১৩-১৪ অর্থবছরে সময়ে গৃহীত) নিম্নরূপঃ

- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধনীসহ) এর কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা, ২০১৩ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৩ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে এর সম্ভাব্য উৎস সনাক্তকরণ এবং তা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে একটি নতুন তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সিস্টেম স্থাপিত হয়েছে, যার মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (এসটিআর) এবং নগদ লেনদেন প্রতিবেদন (সিটিআর) সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণ সহজতর হয়েছে এবং মুদ্রা পাচার প্রতিরোধের বিষয়টি কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) থেকে সংগৃহীত goAML Software এর মাধ্যমে অনলাইনে CTR প্রেরিত হয়;
- আন্তর্জাতিক মানের এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ইআরপি) সফ্টওয়্যার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সার্বিক হিসাবায়ন, মানবসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় ও নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে;

- Bangladesh Electronic Fund Transfer Network (BEFTN) -এর মাধ্যমে সরকারি পরিশোধ কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ঋণ অর্থাৎ ট্রেজারি বিল/বন্ডের মাধ্যমে গৃহীত ঋণের ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। ট্রেজারি বিল/বন্ড বিক্রয়, পুনঃক্রয়, সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয়-বিক্রয় বর্তমানে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে;
- বাংলাদেশ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে একটি ডেটা ওয়্যারহাউজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে সকল প্রকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে এখানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণার কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। এ তথ্য ভান্ডারের সকল তথ্য-উপাত্ত অনলাইনে সংগ্রহ করা হয়;
- পেমেন্ট সিস্টেমকে আরো দক্ষ এবং গতিশীল করার অংশ হিসেবে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তঃব্যাংক লেনদেন পদ্ধতি প্রচলনের লক্ষ্যে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ নীতির আলোকে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপন করা হচ্ছে;
- বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) জুলাই ২০১৩ এ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন EGMONT Group এর সদস্যপদ লাভ এর ফলে এর অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-এর সাথে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য বিনিময় সহজতর হয়েছে;
- আর্থিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত/অনুধাবন করার নিমিত্তে একটি বিশ্বমানের উন্নত ঝুঁকি নিরূপণ ফ্রেমওয়ার্ক গ্রহণের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত Financial Projection Model (FPM) ব্যাংকগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- তারল্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং আন্তঃসম্পর্কের কারণে উদ্ভুত ঝুঁকি নিরূপণের নিমিত্তে প্রস্তুতকৃত Interbank Transaction Matrix এর মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের মধ্যে আন্তঃব্যাংক লেনদেন নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে;
- ব্যাংকিং তথা আর্থিক ব্যবস্থায় Domestic Systemically Important Bank (D-SIB) চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের জন্য উপযোগী একটি পদ্ধতি প্রণয়ন ও এ সকল ব্যাংক তদারকির জন্য বিশেষ কৌশল প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন;
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগতিকালীন অনাকাঙ্খিত ঋণ প্রবৃদ্ধি রোধ করার লক্ষ্যে Countercyclical Capital Buffer গঠন এবং অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে উক্ত বাফার ঋণ প্রবাহের কাজে ব্যবহার করে আর্থিক ব্যবস্থার Procyclicality রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন;
- SME গ্রাহকদের রেটিং করার জন্য সংশোধিত Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (RBCA) অনুযায়ী SME Rating সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ সংশোধন করে SME Rating Methodology জারি করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত রেটিং কোম্পানীগুলোর রেটিং Notch সমূহের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের রেটিং গ্রেডের সমতায়ন (mapping) করা হচ্ছে;
- ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন ঝুঁকিভিত্তিক গাইডলাইন্স (Asset-Liability Management, Credit Risk Management, Internal Control & Compliance, Information Communication Technology, Small Enterprise Financing এবং Consumer Financing)-এর আলোকে ব্যাংকগুলোতে ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন কার্যক্রম চলছে।

পুঁজিবাজার

পুঁজিবাজার শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখাসহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট কতিপয় আইন প্রণয়ন/সংশোধন ও অন্যান্য যে সকল কার্যক্রম ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গ্রহণ করা হয়েছে:

- ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর মাধ্যমে এক্সচেঞ্জ সমূহে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সু-শাসন প্রতিষ্ঠা তথা মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা থেকে লেনদেনের অধিকার পৃথকি করার লক্ষ্যে এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাশ ও গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে;
- Bond Market উন্নয়নের লক্ষ্যে Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 জারি করা হয়েছে;
- মিউচ্যুয়াল ফান্ড সেক্টরকে আরো শক্তিশালী ও বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় করবার লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর সংশোধনীর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে;
- Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules, 2013; আইপিও-তে আবেদনকৃত কোম্পানির সম্পদ মূল্যায়নের নীতিমালা প্রসঙ্গে নোটিফিকেশন; কর্পোরেট গর্ভানেন্স গাইড লাইন্স প্রতিপালন বাধ্যতামূলক করে নোটিফিকেশন; মেয়াদী মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে বে-মেয়াদী মিউচ্যুয়াল ফান্ডে রূপান্তরের নীতিমালা সম্বলিত নির্দেশনা প্রভৃতি প্রণয়ন ও জারি করা হয়েছে;
- শেয়ার বাজারে অনিয়ম দ্রুত চিহ্নিত করার মাধ্যমে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে এবং বাজার পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আন্তর্জাতিক মানের সার্ভেইল্যান্স সফটওয়ার (Surveillance Software) স্থাপন করেছে। পাশাপাশি, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Special Tribunal গঠন করা হয়েছে;
- পুঁজিবাজারের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে গঠিত বিশেষ স্কীম কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার লক্ষ্যে সরকার নয়শত কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর মাধ্যমে উক্ত টাকা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৩০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন এর কার্যক্রম চলছে;
- দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ১০ বছরের Master Plan প্রণয়ন করেছে;
- Investors, Academicians ও Policy maker-দের Access to information নিশ্চিত করবার জন্য বিএসইসি কর্তৃক Equity Research Publications উন্মুক্ত করা হয়েছে। সেই মোতাবেক Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules, 2013 প্রণয়ন ও গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর ক্ষেত্রে বিদেশী ব্রোকারেজ ফার্মকে প্রদেয় কমিশন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে দ্রুত প্রেরণের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফলে বিদেশী পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপকরা আরো বেশি তহবিল বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে।

অর্থনীতির মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

২০১৩ সালের শেষার্ধ হতে বিশ্ব অর্থনীতির গতি ত্বরান্বিত হওয়া, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে গতি সঞ্চার, ইউরো অঞ্চলের মন্দাভাব কাটিয়ে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রসার এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে আমদানি-রপ্তানির গতি ফিরে আসা ইত্যাদি অবস্থা বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৫-১৭ (Medium-Term Macroeconomic Framework-MTMF, 2015-17) প্রণীত হয়েছে।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে আগামী ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.৩ শতাংশ এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭.৬ শতাংশ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছর নাগাদ ৮.০ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জিডিপির ২৭.৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপির ২৮.৮ শতাংশে দাঁড়াবে। বিনিয়োগ খাতের এ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩০.৫ শতাংশ হবে যার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ ২০.৮

শতাংশ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৯.৭ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বর্তমানে জিডিপি'র ২৩.২ শতাংশ থেকে মধ্যমেয়াদে ২৪.৬ শতাংশে এবং জাতীয় সঞ্চয় জিডিপি'র ২৭.৮ শতাংশ থেকে ৩০.৭ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায়।

এমটিএমএফ এ জিডিপি প্রবৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সরকারের কতিপয় খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গুরত্ব প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং বিদ্যুৎ ও যোগাযোগসহ অন্যান্য অবকাঠামো খাতে সুসমন্বিত উন্নয়ন এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও কৃষিখাতে লক্ষ্যাভিমুখী ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি সমুন্নত রাখা, রেমিট্যান্স এর প্রবাহ আশানুরূপ রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদার ব্যাপকতা ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখা মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে। অধিকন্তু, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সন্তোষজনক বাস্তবায়ন, অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণ সরবরাহ নিরূৎসাহিত করা, এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণের যোগান নিশ্চিতকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপ এসময়ে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে। পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি সহায়ক রাজস্ব নীতির প্রভাবে বেসরকারি বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা এবং রাজস্ব খাত এবং আর্থিক ও মুদ্রা খাতের নানামুখী সংস্কার ব্যবসা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আস্থা ফিরিয়ে আনা মধ্যমেয়াদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জিডিপি অর্জনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কৃষি খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষিখাতে ঋণের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা, শস্য বহুমুখীকরণ, রবি মৌসুমের প্রধান প্রধান ফসলের পাশাপাশি অন্যান্য ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, উচ্চ ফলনশীল ধান ও পাটের জাত উদ্ভাবন ও প্রতিকূল আবহাওয়া সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন ও পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন কৃষি ক্ষেত্রে অব্যাহত প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে মূল্যস্ফীতি সর্বদাই অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে মূল্যস্ফীতির হার বর্তমানের ৭.০ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬.০ শতাংশে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রায় ৫.৭ শতাংশে কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি করা, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং এবং পর্যাপ্ত খাদ্য মওজুত বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা যায় । মধ্যমেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা এবং মুদ্রার আয় গতির পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনায় রেখে এ সময়ে ব্যাপক মুদ্রার সরবরাহ ১৬ শতাংশ থাকবে বলে এমটিএমএফ-এ পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ধারাবাহিকভাবে ১৬.০ শতাংশের মধ্যে রেখে এবং অভ্যন্তরীণ খাতে ঋণ প্রবাহ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ১৭.৩ শতাংশ হতে হ্রাস করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৬.৮ শতাংশ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঋণ প্রবাহের এরূপ গতিধারা বিরাজমান রেখে মধ্যমেয়াদের জন্য নির্ধারিত জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রত্যাশা করা যায়।

এমটিএমএফ- এ আগামী অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলিত রাজস্ব আহরণ জিডিপি'র ১৩.৬ শতাংশ যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২.২৫ শতাংশ বেশী। প্রতিবছর গড়ে রাজস্ব আহরণ জিডিপি'র ০.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৪.৬ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব খাতে বিদ্যমান আইন, পদ্ধতি ও কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ যথাসময়ে বাস্তবায়ন, সকল কাস্টমস হাউজকে অটোমেশনের আওতায় আনার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা, প্রবর্তিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ন এর মাধ্যমে রাজস্ব খাতে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে মর্মে পূর্বাভাস রয়েছে।

সরকারি ব্যয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি'র ১৮.৩ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে । এ লক্ষ্যমাত্রা আগামী অর্থবছরে জিডিপি'র ১৮.৬ শতাংশে এবং ক্রমান্বয়ে তা ২০১৬-১৭ অর্থবছর নাগাদ জিডিপি'র ১৯.৬ শতাংশে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়েছে। এর মধ্যে চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত ব্যয় জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'র ৬.৬ শতাংশে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে মধ্যমেয়াদ নাগাদ সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ থাকবে বলে অনুমান করা হয়েছে। বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ বর্তমানের সংশোধিত বাজেট হতে ভবিষ্যতের জন্য যৌক্তিকভাবে হ্রাস করা হয়েছে । এ লক্ষ্যে ঋণ গ্রহণ সহজীকরণ, বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে অধিক গুরতত্বারোপ করা এবং সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের প্রচেষ্টা জোরদার করা হচ্ছে যা ব্যাংক বাবস্থার ওপর চাপ হ্রাস করবে। ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে অর্থায়ন বৃদ্ধি ও ব্যাংকিং খাতের ওপর সরকারের নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য বর্তমান Diaspora বন্ডসমূহের প্রচারণা আরো জোরদার করা হয়েছে। ঋণ ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Debt Management Strategy (DMS) প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রেমিট্যান্স ও রপ্তানি খাতের আরো দৃঢ় অবস্থানে ফিরে আসার সম্ভাবনাকে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে গণ্য করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন বিশেষ করে অবকাঠামো খাতের নির্মাণ কাজের জন্য মূলধন যন্ত্রপাতি ও শিল্পজাত কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানি খাতকে চাঙ্গা রাখার এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীল রাখা ও অভ্যন্তরীণ চাহিদার ব্যাপকতা বজায় রাখার বিষয়ও এমটিএমএফ এ বিবেচনা করা হয়েছে।

রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি চলতি অর্থবছরে ১ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা আগামী বছরে ১০ শতাংশ ও পরবর্তী বছরে ১২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৪ শতাংশে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য অঞ্চলে সম্ভাব্য নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে কার্যকর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা, দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সরকারের নানামুখী উদ্যোগ জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আয় বৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে। তাছাড়া, হংকংসহ আরো কতিপয় দেশে মহিলা শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জনশক্তি রপ্তানির গতিধারা শক্তিশালী হবে আশা করা যায়। মধ্যমেয়াদে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হবে ও চলতি অর্থবছর হতে উদ্বৃত্ত ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর নাগাদ তা জিডিপির ০.২ শতাংশে দাঁড়াতে পারে মর্মে প্রত্যাশা করা হয়েছে। বর্তমানে কার্যকর রাজস্ব ও মুদ্রানীতির ফলে মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল হয়েছে ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিস্থিতিও সন্তোষজনক অবস্থায় রয়েছে। বিচক্ষণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ, সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমসহ নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত গড়ে তোলা সম্ভব যাতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে। সারণি ১.১ এ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর কতিপয় সূচকের পূর্বাভাস দেখানো হলোঃ

সারণি ১.১ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোঃ ২০১৫-২০১৭

খাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	(সংশোধিত) প্রাক্কলিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
প্রকৃত খাত								
চলতি মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	১২.৯	১৪.৭	১৫.২	১৩.১	১৩.৮	১৩.৫	১৩.৪	১৩.৬
স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	**৬.১**	**৬.৭**	**৬.২**	**৬.০৩**	**৬.৫**	**৭.৩**	**৭.৬**	**৮.০**
মূল্যস্ফীতি (%)	**৭.৩**	**৮.৮**	**১০.৬**	**৭.৭**	**৭.০**	**৬.০**	**৫.৮**	**৫.৭**
মোট বিনিয়াগ (% জিডিপি)	**২৪.৪**	**২৫.২**	**২৬.৫**	**২৬.৮**	**২৬.৫**	**২৭.৬**	**২৮.৮**	**৩০.৫**
বেসরকারি	১৯.৪	১৯.৫	২০.০	১৯.০	১৮.৯	১৮.৮	১৯.৮	২০.০
সরকারি	৫.০	৫.৬	৬.৫	৭.৯	৭.৬	৮.৮	৯.০	৯.৭
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২০.১	১৯.৩	১৯.৩	১৯.৩	২৩.২	২৩.০	২৩.৫	২৪.৬
জাতীয় সঞ্চয়	৩০.০	২৮.৮	২৯.২	২৯.৫	২৭.৮	২৮.১	২৮.৯	৩০.৭
রাজস্ব খাত (জিডিপি'র শতকরা হিসাব)								
মোট রাজস্ব	**১০.৯**	**১১.৭**	**১২.৪**	**১২.৪**	**১৩.৩**	**১৩.৬**	**১৪.২**	**১৪.৬**
কর রাজস্ব	৯.০	১০.০	১০.৪	১০.৪	১১.০	১১.৬	১২.০	১৩.৪
এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৬	৯.৬	১০.০	১০.০	১০.৬	১১.২	১১.৬	১২.০
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪
কর বহির্ভূত	১.৯	১.৭	২.০	২.১	২.২	২.১	২.২	২.২
মোট ব্যয়	**১৪.৬**	**১৬.১**	**১৬.৩**	**১৬.৮**	**১৮.৩**	**১৮.৬**	**১৯.২**	**১৯.৬**
অনুন্নয়ন বাজট	১০.৯	১১.৯	১২.৪	১২.১	১৩.২	১২.৭	১২.৯	১৩.০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩.৭	৪.২	৪.০	৪.৭	৫.১	৫.৯	৬.৩	৬.৬
সার্বিক বাজট ভারসাম্য	**-৩.৭**	**-৪.৪**	**-৩.৯**	**-৪.৪**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**	**-৫.০**
অর্থায়ন								
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	**২.৩**	**৩.৮**	**৩.৩**	**৩.১**	**৩.৫**	**৩.২**	**৩.২**	**৩.২**
ব্যাংক ব্যবস্থা হতে	-০.৩	৩.২	৩.০	২.৬	২.৫	২.৩	২.৩	২.২
ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে	২.৬	০.৬	০.৩	০.৫	০.৯	০.৯	০.৯	১.০
বৈদশিক অর্থায়ন (নীট)	**১.৩**	**০.৬**	**০.৬**	**১.২**	**১.৬**	**১.৮**	**১.৮**	**১.৮**
মুদ্রা খাত (অর্থবছর শেষে শতকরা পরিবর্তন)								
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৮.৮	২৫.০	১৮.৬	১১.৮	১৯.৮	১৮.৪	১৮.৪	১৬.২
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৭.৬	৩০.৮	১৮.৮	১১.০	১৮.৫	১৭.৩	১৭.২	১৬.৮
বেসরকারি খাত ঋণ	২৪.২	২৫.৮	১৯.৭	১০.৮	১৬.৫	১৬.০	১৬.০	১৬.০
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	২২.৪	২১.৪	১৭.৪	১৬.৭	১৭.০	১৬.০	১৬.০	১৬.০
বৈদশিক খাত								
রপ্তানি (শতকরা পরিবর্তন)	৪.২	৩৯.২	৬.২	১০.৭	১৫.০	১৫.০	১৪.৫	১৪.৫
আমদানি (শতকরা পরিবর্তন)	৫.৪	৫২.১	২.৪	০.৮	৮.০	১৫.০	১৪.৫	১৩.০
রেমিট্যান্স (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১১.০	১১.৫	১২.৮	১৪.৫	১৪.৬	১৬.১	১৮.০	২০.৫
চলতি হিসাবের ভারসাম্য (% জিডিপি)	৩.৭	-১.৫	-০.৪	১.৯	১.৩	০.৫	০.০	০.২
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১০.৭	১০.৯	১০.৪	১৫.৩	১৬.৯	১৭.৯	১৮.৩	২০.৪
রিজার্ভ (মাসের আমদানি হিসাব)	৫.১	৩.৬	২.৯	২.৭	২.৬	২.৫	২.৫	২.৫

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোটঃ কাঠামোটি ৮ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ হালনাগাদকৃত।

নোট: কাঠামোটি ১৯৯৫-৯৬ ভিত্তিবছরের জিডিপির ভিত্তিতে প্রণীত।